দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট '৯৮-এর বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দেশে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে, শিক্ষার হার বাড়বে, উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতিতে পালন করবে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা। এই যখন প্রত্যাশা তখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনে যদি প্রতিফলিত হয় যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে তখন হতাশ না হয়ে পারা যায় না। যে কোনো উন্নয়নগামী জাতির জন্য এই হতাশা গুরুতর। কারণ, বিশাল জনসংখ্যার এদেশে আগামীদিনের নাগরিকদেরকে শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে না পারলে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করা যাবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে দেশের জনসংখ্যা জনসম্পদ নয়, সে দেশে বেকারত্ব এবং উৎপাদন ও উন্নয়নে স্থবিরতা নেমে আসাই স্বাভাবিক। দক্ষ জনশক্তি বলতে সাধারণত বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনীকে বুঝালেও উচ্চ শিক্ষিত ও একই সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নয়ন ধারণায় সমৃদ্ধ নেতৃত্বদানে সক্ষম লোকবলও অনিবার্যভাবে দক্ষ জনশক্তির অংশ। এটা ভুলে গেলে দেশে শুধু দক্ষ শ্রমিকই তৈরী হবে এবং উৎপাদন উন্নয়নের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যোগ্য, দক্ষ নেতৃত্বের অভাব ঘটবে। বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায়, এটা কোনো কারণেই কারো কাম্য হতে পারে না। কাজেই, বিশাল জসংখ্যার এই দেশে যোগ্য, দক্ষ কর্মী বেশী করে তৈরী করতে হবে— একথার অর্থ এটা নয় যে, দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হবে কিংবা উচ্চ শিক্ষিতের হার হ্রাস পাবে।

সরকারী পর্যায় থেকে শিক্ষার উন্নয়নে আশাব্যঞ্জক কথা বলা হচ্ছে, জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বেশী ব্যয়-বরাদ্দের কথাও জানা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হতাশাজনক প্রবণতা। প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত রিপোর্টের বরাত দিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও তাদের মাথাপিছু ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। ১৯৯৬ সালে দেশের ৯টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে একজন ছাত্রের পেছনে বছরে খরচ হতো ২৭ হাজার ৪শ' ৭১ টাকা। ১৯৯৮-এ ছাত্রপ্রতি বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৯শ' ৬৭ টাকা। অন্যদিকে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র প্রতি বার্ষিক ব্যয় বহুগুণে বেশী। এ ব্যাপারে কোনো তথ্য মঞ্জুরি কমিশনের উল্লেখিত প্রতিবেদনে নেই এবং থাকার কথাও নয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সীমিত আসনের দরুন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বেড়েছে। তবে, উচ্চবিত্ত ধনবান পরিবারের সন্তান ছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অন্যদের কাছে স্বপ্নের মতো বিষয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুরূপ পড়াশোনা এগুলোতে হয়ে থাকে। উচ্চ ব্যয়কে কিছুটা যৌক্তিক করে তোলার জন্যই এরকম বলা হয় কি-না, জানি না। তবে, একথা সত্য, ধনবান উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করানোতে সক্ষম। সঙ্গতকারণেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য থাকা দরকার ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা। কিন্তু তারা তা করেনি বলেই একমতো চলনসই পরিবারের ছেলেমেয়েরাও বিরাট অংকের ব্যয়ভারের দরুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালগুলোতে পড়াশোনা করতে পারছে না। ফলে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই তাদের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন হয়ে আছে এখনো। সেই সরকারী বিশ্ববিদ্যালগুলোতেও বর্তমান আমলে শিক্ষার ব্যয় দ্রুত বেড়ে চলেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, এমন মনে করা বিশেষ অযৌক্তিক হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, ১৯৯৭ সালে ৯টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ২শ' ৮২ জন। ১৯৯৮ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬ হাজার ২শ' ৯৫ জন। শিক্ষার্থী হ্রাসের এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে— তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্ত্রবাজি, সন্ত্রাস, বিকৃত রাজনৈতিক তৎপরতার অনুপ্রবেশের দরুন সেশন জট এমনিতেই ছাত্র-ছাত্রীপিছু অভিভাবকদের ব্যয় অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে। জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থেই উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা এবং শিক্ষার ব্যয়ভার হ্রাস করে গড়পড়তা অভিভাবকদের বহনযোগ্যতার সীমায় রাখার ব্যাপারে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হোক, উচ্চ শিক্ষিতের হার হ্রাস হোক, এটা জাতীয় স্বার্থেই কারো কাম্য হতে পারে না।